সমার্থক শব্দ । সাইফুল বিন আ. কালাম

সম অর্থবিশিষ্ট দুই বা ততোধিক শব্দের একটিকে অপরটির প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ বলে।

পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার মতো বাংলা বাষায়ও প্রতিশব্দ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বাংলা গদ্য বা পদ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে এই সমার্থক শব্দ। বিশেষ করে ছড়া বা কবিতার বিন্যাস ও ছন্দের অন্তমিলের ক্ষেত্রে এই প্রতিশব্দ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

একই শব্দের পুনরাবৃত্তি রোধ করে গদ্যের ক্ষেত্রে একঘেঁয়েমি দূর করার জন্য কিংবা ভাষার বৈচিত্র আনতেও প্রতিশব্দ যথেষ্ট তাৎপর্য রাখে। সর্বোপরি ভাষাকে সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ও শ্রুতিমধুর করার ক্ষেত্রে প্রতিশব্দ দারুণ ভূমিকা রাখে।

কিছু উদাহারণ:

---

১. **অগ্নি, আগুন, বহ্নি, অনল, পাবক, হুতাশন, দহন, সর্বভূক, সর্বশুচি, বৈশ্বানর, কৃশানু, শিখা ইত্যাদি**

- জাগো নারী জাগো বহ্নি শিখা
- হে পাবক, অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে- তোমার পবিত্র অগ্নি জ্বলে।
- সীতারে হরিয়া নেছে দশানন, নারীর নির্যাতন-সারা দেশ ভরি হৃদয়ে হৃদয়ে জ্বালায়েছে হুতাশন।
- জল কি হুতাশন, মাটি কি পবন

Figure 1 Saiful bin A. Kalam

২. **অন্ধকার, তিমির, আঁধার, তমিস্রা, তমঃ, আন্ধার, আঁধিয়ার**

- সাতটি তারার তিমির
- অদ্ভুত আঁধার এক । জীবনান্দ দাশ

৩. **অরণ্য, কানন, জঙ্গল, কান্তার, অটবী, বিপিন, বন**

৪. **অনিক, সৈনিক, সৈন্যদল, সেনানী, অনীকিনী, সিপাহী**

৫. **অশ্রু, নেত্রবারি, ধারাপাত, বর্ষণ, বিন্দুমোচন, লোর, চোখের জল, চোখের পানি, নয়ন জল**

৬. **আকাশ, আসমান, অম্বর, গগন, ব্যোম, নভঃ, নভোমণ্ডল, অন্তরীক্ষ, শূন্য, দ্যু, ছায়ালোক**